যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ৩০-১২-১৯ (পৃঃ ১১)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পরীক্ষামূলকভাবে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপণ করা হচ্ছে বোরো ধানের চারা -যায়যাদি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রাইস ট্রান্সপ্লান্টারে পরীক্ষামূলক বোরো রোপণ

বাহারুল ইসলাম মোল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পরীক্ষামূলকভাবে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে বোরো ধানের চারা রোপণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে শনিবার সদর উপজেলার মৈন্দ এলাকায় এ কার্যক্রম শুরু হয়।

কার্যক্রম উদ্বোধন উপলক্ষে মৈন্দ এলাকায় কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ইলিয়াছ মেহেদীর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) সনৎ কুমার সাহা, ড. শাহজাহান কবীর ও শ্রীনিবাস দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপপরিচালক মোহাম্মদ আবু নাছের।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্র জানা গেছে, সরকার ভর্তুকি দিয়ে কৃষকদের মাঝে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার বরাদ্দ দিচ্ছে। জমিতে চারা রোপণের জন্য সংশ্লিষ্ট কৃষক এসব মেশিন ভাড়া হিসেবে নেবেন। ইতোমধ্যেই একজন কৃষি প্রকৌশলী, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও স্থানীয় দুইজন মিস্ত্রিকে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

কৃষক আবুল বাশার, লিয়াকত আলী কয়েকজন কৃষক জানান, শ্রমিক জোগাড় করে চারা রোপণ করতে গিয়ে তাদের বাড়তি চিন্তার মধ্যে পড়তে হতো। এ মেশিনের মাধ্যমে চারা রোপণে সময় ও খরচ দু'টোই বাঁচবে। যে কারণে আমরা খুশি। কৃষকরা বলেন, এক বিঘা জমিতে চারা উৎপাদন ও রোপণে ব্যয় হতো তিন হাজার ৫০০ টাকা। এখন সেই ব্যয় কমে খরচ হবে দুই হাজার টাকা। অর্থাৎ বাঁচবে দেড় হাজার টাকা। সেই সঙ্গে কনকনে শীত কিংবা প্রখর রোদে পোড়ার ঝক্কি ঝামেলা নেই। তারা জানান, উদ্বোধনী দিনে ২৩ জন কৃষকের ৬০ বিঘা জমিতে মুহূর্তেই চারা রোপণ করে দিয়েছে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার।

এ ব্যাপারে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ আবু নাছের জানান, কৃষি শ্রমিকের অভাব ও উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় ধান চাষে আগ্রহ হারাচ্ছে কৃষক। যন্ত্রের ব্যবহার নিশ্চিত হলে শ্রমিকের খরচ কম ও উৎপাদন বেড়ে খরচ কমে যাবে।